দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভার্সিটিসমূহে সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ কারণ ঃ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট-১

চাঁদা আদায়, কর্তৃপক্ষের মদত, শিক্ষক সমাজের ও রাজনীতিকদের প্রশ্রয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গত এপ্রিলে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে।

হলগুলোতে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়, ঠিকাদারদের কাছ থেকে বড় অংকের চাঁদাপ্রাপ্তির সুযোগ, শিক্ষকদের দলাদলি, রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাসী গ্রুপ লালন এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই সব গ্রুপের সমাদর ইত্যাদি বেশকিছু ঘটনাকে রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কমিটির রিপোর্টে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসী চক্রের অজানা অনেক দুষ্কর্মের বিবরণও রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী সালেহ আহমেদকে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিটি যেসব ঘটনাকে পরোক্ষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে আছে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি ও মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ হ্রাস, সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিকে শিক্ষার

সন্ত্রাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

সন্ত্রাস ঃ হলগুলো

(১ম পাতার পর)

উর্ধ্বে স্থানদানের মানসিকতা, পেশাদার ছাত্র নেতৃত্ব এবং দলীয় কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রদেরকে আর্থিক সহায়তা দান।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসমূহে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণসমূহ চিহ্নিত করা, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দমনকল্পে সম্ভাব্য ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাবলী নির্ধারণ করা এবং অন্যান্য যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় ছিল উচ্চপর্যায়ের এ কমিটির বিবেচ্য বিষয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেনঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আবদুল আজিজ খান, সংসদ সদস্য এল, কে সিদ্দিকী ও আমানউল্লাহ আমান, এডভোকেট জুলমত আলী খান, বিএফইউজে সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পুলিশ) আবুল মোহসিন। কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বর্তমানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনু বিভাগের মহাপরিচালক) নূরুদ্দীন মাহমুদ কামাল।

পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ আতফুল হাই শিবলী, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি অনুষদের ডীন মোস্তাফিজুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কামরুল হাসানকে কমিটিতে নেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চ্যান্সেলরের সচিবালয় থেকে গত ৪ঠা এপ্রিল গঠিত আলোচ্য কমিটির ৪ সপ্তাহের মধ্যে সুপারিশমালা দাখিল করার কথা থাকলেও পরে কমিটির সময়সীমা ৩০শে জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু কমিটি শেষ পর্যন্ত গত মাসের শেষ দিকে তাদের সুপারিশমালা দাখিল করে।

সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ কারণ

কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেঃ

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে বর্তমানে আবাসিক ছাত্রছাত্রী ছাড়াও অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নয়, এমন বহিরাগতরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বা জোর করে অনুমতি নিয়ে যারা বসবাস করেন তারাই অধিকাংশ সন্ত্রাসের মূল নিয়ন্ত্রক।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো এখন সন্ত্রাসের কেন্দ্র। এক এক ব্লক বা এক এক হল কোন বিশেষ সংগঠনের দখলে থাকায় সন্ত্রাসের কার্যকলাপ অবাধে চালানোর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম এখানেই গ্রহণ করা হয়। হলের সীট দখল করে ঐ সব সীটে কোন্ কোন্ ছাত্র বা বহিরাগত থাকবে তা মস্তান ছেলেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। বিনিময়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হলের সীটের জন্য টাকা দিতে হয়।

ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসী ছেলেরা হলে স্থায়ীভাবে বাস করে। দিনের বেলা এদের চলাফেরা সীমিত আকারে হয়। রাতের বেলায় এদের গতি অবাধ। এদের কারণেই হলের ভেতর অনেক অসামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অনেকেই স্বেচ্ছায় এবং অনেকে অনিচ্ছায় এদেরকে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

অনেক সন্ত্রাসকারী ক্যাম্পাসের বাইরে নানাবিধ অপরাধের সাথে যুক্ত। কোন না কোন ছাত্র সংগঠন এদেরকে রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ব্যবহার করার জন্য আশ্রয় দিয়ে থাকে। অনেক সময় এরা চুক্তি ভিত্তিতে এবং বড় অংকের টাকার বিনিময়ে সংগঠনের ছত্রছায়ায় আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে এরা পুলিশের গ্রেফতার এড়িয়ে এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে।

শিক্ষকদের ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বর্তমানে নানা দলে বিভক্ত। শিক্ষকদের দলাদলির সুযোগ অনেক ছাত্র সংগঠন গ্রহণ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে শিক্ষকদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্ররা হস্তক্ষেপ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিবর্তনে প্রভাবিত, ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করে।

বর্তমানে কোন কোন রাজনৈতিক দলের বিশেষ ক্যাডার আছে। ছাত্র সংগঠনগুলোরও ক্যাডার আছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর ক্যাডার গ্রুপ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ক্যাডার গ্রুপ থেকে অস্ত্র সরবরাহ পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের নিজস্ব উৎসও আছে। অনেকেই অস্ত্র ভাড়া নিয়ে থাকে। পুলিশ অস্ত্রধারীদেরকে, সন্ত্রাসীদেরকে এবং অস্ত্রের উৎসের খবর জানে বলে

এদের নিরাপদ আশ্রয়

অনেকেই মনে করেন। সবকিছু জানা সত্ত্বেও পুলিশী ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়াই সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ এবং এজন্য সন্ত্রাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমনা ছাত্র সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, হলে অবস্থান, সভা-সমিতি ও মিছিলে অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। বাইরের মস্তানেরা এভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

পেশীশক্তির মহড়া

বর্তমানে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, সাধারণ ছাত্ররা সে সংগঠনকেই সমর্থন দেয়, যাদের কাছে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদেরকে মিছিলে ও সভায় উপস্থিত করানোর জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো শক্তির মহড়া দেখাতে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক শক্তির এ মহড়ায় সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, রাজনৈতিক নেতারা সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সন্ত্রাসী গ্রুপকে লালন করেন এবং প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড — বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সাহায্য করার জন্য সন্ত্রাসী গ্রুপকে লালন করা হয়।

সাধারণ ছাত্রদের সমস্যা

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। কারণ কোথাও তাদের নিরাপত্তা নেই। তারা সন্ত্রাসীদের সামনে সম্পূর্ণ অসহায়। অপরাধী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানের শাস্তির বিধান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলেও সাক্ষীর অভাবে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা যায় না। ফলে সন্ত্রাসীরা পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে প্রয়োগ নেই। হলে রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক হলেও তা কেউ মানে না। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে ক্লাস না করে অন্যান্য কাজে, বিশেষ করে মিছিল, সভা ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকতে তাদের কোন বাধা থাকে না।